## প্রত্যয় এবং উৎসাহ-উদ্দীপনায় সফলভাবে সমাপ্ত হলো কোস্ট কক্সবাজার অঞ্চলের বার্ষিক কর্মী সম্মেলন'১৭

গত কাল ৩১ জানুয়ারি ২০১৭ কক্সবাজার বিয়াম ফাউন্ডেশনের হল রুমে সবার উপরে মানুষ সত্য শ্লোগানকে ধারণ করে কোস্ট ট্রাস্ট কক্সবাজার অঞ্চলের বার্ষিক কর্মী'১৭ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

উক্ত কর্মী সম্মেলনে কক্সবাজার অঞ্চলের সর্বস্তরের ১৬০ জন কর্মীর সরব উপস্থিতি। কর্মী সম্মেলনের প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ, সভাপতি, পল্লী-কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশন ও বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ। প্রধান অতিথি হিসেবে আসন অলংকৃত করেন জনাব মো: আব্দুল করিম, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (সাবেক মুখ্য সচিব)।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব ড. মো: জসীম উদ্দিন, উপ ব্যবস্থাপনা পরিচালক (প্রশাসন), পল্লী-কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশন। অতিথিদের মধ্যে আরো উপস্থিত ছিলেন জনাব মো: রেজাউল করিম আল কাদরি, বিটিভির সিনিয়র সাংবাদিক এবং মনোয়ারা বেগম, নির্বাহী পরিচালক, প্রত্যাশী।

অনুষ্ঠানটি সঞ্চালন করেন নির্বাহী পরিচালক জনাব রেজাউল করিম চৌধুরী। সংস্থার পক্ষ থেকে আরো উপস্থিত ছিলেন কুমার ভৌমিক, পরিচালক, সৈয়দ আমিনুল হক,উপ-পরিচালক, মোস্তফা কামাল আকন্দ, সহকারী পরিচালক-মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা বিভাগ, তারিক সাঈদ হারুন, সহকারী পরিচালক-মৌলিক কর্মসূচি, মো: বারেকুল ইসলাম চৌধুরী,প্রধান-এন্টারপ্রাইজ উন্নয়ন বিভাগ, আব্দুর রহমান ফরিদ ,প্রধান -মৌলিক কর্মসূচি।

সম্মিলিত কণ্ঠে জাতীয় সংগীত এর মাধ্যমে সকাল ৯.০০টায় দেশাত্ববোধক গানের মধ্য দিয়ে সম্মেলন এর কার্যক্রম শুরু হয় এবং শেষ হয় দেশাত্ববোধক গানের মাধ্যমে। কর্মী সম্মেলনের শুরুতে সংস্থার উৎপত্তি, লক্ষ্য-উদ্দেশ্যে, আগামী তিন বছরের কর্ম-পরিকল্পনা, মিশন, ভিশন এবং সংস্থার বিভিন্ন কার্যক্রম নিয়ে একটি সংক্ষিপ্ত উপস্থাপনা প্রদান করেন নির্বাহী পরিচালক।

অতিথিদের মধ্যে প্রথমে বক্তব্য করেন পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন এর উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক বলেন, কোস্ট ট্রাস্ট দীর্ঘ দিন ধরে স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতার সাথে উপকূলীয় মানুষের জীবন মান উন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। তিনি আরো বলেন, কোস্ট নির্বাহী পরিচালকের অসম্প্রদায়িক চিন্তার কারণে আজ এই সংস্থার অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। তিনি কোস্ট ট্রাস্টের আগামী দিনের পথ চলার সাথী হিসেবে পল্লী কর্ম -সহায়ক ফাউন্ডেশনকে সব সময় পাওয়া যাবে।

জনাব মো: রেজাউল করিম আল কাদরি বলেন, আমরা শুধু দায়িত্ব পালন করি পরিবারের ও মা-বাবার জন্য, আমাদের উচিৎ সমাজ এবং দেশের উন্নয়নে কাজ করা। তিনি সংস্থার সকল পর্যায়ের কর্মীদের মূল্যবোধ এবং সমাজ সেবার মানসিকতা নিয়ে কাজ করার জন্য আহবান জানান।

পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মো: আব্দুল করিম বলেন, কোস্ট উপকূলীয় দুর্গম এলাকার মানুষের ভাগ্য উন্নয়নের জন্য কাজ করে আসছে। আগামীতে যেন আরো বেশী কর্মসুচি সম্প্রসারণ করে দুর্গম এলাকায় কাজ করতে পারে, সেই আশাবাদ তিনি ব্যক্ত করেন। তিনি বলেন সমাজের কাউকে বাদ দিয়ে কখনও উন্নয়ন সম্ভব নয়। সামগ্রিক উন্নয়ন করতে হলে সবাইকে সাথে নিয়ে উন্নয়ন করতে হবে ,তবেই তা টেকসই ও দীর্ঘস্থায়ী হবে।

প্রধান বক্তা জনাব ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ বলেন, এখন থেকে ক্ষুদ্রঋণ কথাটি না বলে অর্ন্তভুক্তি মূলক অর্থায়ন কথাটি বলার

জন্য অনুরোধ জানান। তিনি বলেন শুধু টাকা দিয়ে টাকা আনা, উন্নয়ন নয়। সত্যিকারের উন্নয়ন হচ্ছে কিনা সেই দিকে আমাদের সকলকে নজর দিতে হবে। তিনি আরো বলেন , আমরা এখন কর্মকর্তা নয়, সবাই সরকারের কর্মচারি। কোস্ট ট্রাস্টও এই নীতিতে কাজ করছে। আমি মনে করি সবার সাথে মিলে মিশে কাজ করলে সুবিধা বেশি। তবে সবাইকে সবার দায়িত্ব বুঝতে হবে। তবে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক থাকলে কাজের গতিশীলতা বাড়ে। কোস্ট ট্রাস্ট স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার সাথে কাজ করছে। এটা অব্যাহত রাখতে হবে। এটা অব্যাহত রাখতে পারলে কোস্টের অগ্রগতি সামনের দিকে এগিয়ে যাবে। কোস্ট ট্রাস্ট সুবিধাবঞ্চিত-দূর্গম, দ্বীপ ও চরাঞ্চলে কাজ করে। আর পিকেএসএফও এসব এলাকার কার্যক্রমকে বিশেষ নজরে রাখবে। এর পরে জনাব আহমদ তারিক সাঈদ হারুন ও রুম্পা দত্তের প্রশ্নের উত্তর দেন।

প্রশ্ন-১ঃ তারিক সাঈদ হারুন, সহকারী পরিচালক-মৌলিক কর্মসূচি, জানতে চান অর্থ সহায়তার ক্ষেত্রে পিকেএসএফ এর পক্ষ থেকে Debt to equity ratio কে গুরুত্ব দেওয়া হয়, এছাড়া আরো কোন কোন বিষয়কে বিবেচনায় আনা যায় তা পরিষ্কার করা জরুরি মনে করি।

**জবাব-২ঃ** ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ বলেন, আমরা একটি বিশেষ Matrix অনুযায়ি অর্থ সহায়তার ক্ষেত্রে বিবেচনা করি। এর মধ্যে রয়েছে- শিক্ষা, স্বাস্থ্য, আয়, যোগাযোগ ব্যবস্থা ইত্যাদি কতটুকু অগ্রগতি হয়েছে তাও বিবেচনা করা হয়।

প্রশ্ন-২ঃ **রুম্পা দত্ত, এফএফ- সিডস প্রোগ্রাম** জানতে চান পিকেএসএফ এর ভবিষ্যৎ পরিকল্পনায় কিশোরীদের নিয়ে কোন প্রোগ্রাম হবে কি না?

**জবাব-২ঃ** ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ এর উত্তরে বলেন, আমরা কিশোর ও কিশোরী উভয়কে নিয়ে কাজ করি। কোস্ট ট্রাস্টের সাথে পরিকল্পনা করে এ অঞ্চলে কিশোরীদেরকে নিয়ে কাজ করার জন্য নতুন প্রোগ্রাম শুরু করবো।

এছাড়া নারীর ক্ষমতায়ন ও যৌন সুরক্ষার জন্য কোস্ট ট্রাস্টের কার্যক্রমকে আমরা সাধুবাদ জানাই। তিনি জোর গলায় বলেন, কোস্টের প্রতি পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) এর নৈতিক ও আর্থিক সমর্থন অব্যাহত থাকবে।

স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে পারলেই কেবল দ্রুত উন্নয়ন সম্ভব।

সম্মেলনের দ্বিতীয় অধিবেশনের প্রথম সেশন-এস এম তৌহিদুল আলম,সিনিয়রর-সমন্বয়কারী,আইসিটি উপস্থাপনা করেন ফেইসবুক ব্যবহারে সংস্থার নিয়ম-নীতি এবং অংশগ্রহণকারীগণ দলগতভাবে এর সুবিধা-অসুবিধা নিয়ে আলোচনা করেন। সংস্থার কর্মীদেরকে ফেইসবুকের ব্যবহারকারীর গোপন নম্বর এর ব্যাপারে আরো বেশী সতর্ক হয়ে ব্যবহারের নির্দেশনা দেওয়া হয়।

নির্বাহী পরিচালক ফেসবুক ব্যবহার সম্পর্কে বলেন, অফিস চলাকালীন সময়ে ফেইসবুক ব্যবহার করা যাবে না। আমরা সর্ব সাধারণের প্রচারের মাধ্যম হিসেবে ফেইসবুককে ব্যবহার করব, কোন ব্যক্তিগত কাজে নয়। দিনে একের অধিক কোন পোস্ট দেওয়া যাবে না। আমরা ফেইসবুকে কোন ব্যক্তিগত আক্রোশ প্রকাশ করব না। কারণ আমাদের যোগাযোগ মাধ্যম অত্যন্ত সহজ। কোস্টের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ করতে হলে অভিযোগ গ্রহনের নীতিমালা অনুসরণ করে অভিযোগ করতে হবে। সবার উপরে মানুষ সত্য। যার যার ধর্ম তার তার। অন্যের ধর্মকে আঘাত করে এমন কোন পোস্ট দেওয়া যাবে না। কোস্টের কর্মী হিসেবে সকলকেই ফেইসবুক ব্যবহারের নীতিমালা মেনে চলতে হবে।

**ফেইসবুক সম্পর্কে প্রশ্নোত্তর পর্বঃ**

**প্রশ্ন-১ঃ** শাহিনুর রহমান, স্বাস্থ্য সহকারি, সমৃদ্ধি কর্মসূচি জানতে চান আমরা কি আমাদের পারিবারিক অনুষ্ঠানের ছবি ফেইসবুকে

প্রকাশ করতে পারবো?

**জবাব-১ঃ** নির্বাহী পরিচালক বলেন, আমাদের পারিবারিক অনুষ্ঠানের ছবি প্রকাশ করতে পারবো।

প্রশ্ন-২ ঃ নুর আহম্মদ, এফএফ- সিডস প্রোগ্রাম জানতে চান ফেইসবুক হ্যাকিং হলে কিভাবে বুঝতে পারবো?

**জবাব–২ঃ** উত্তরে তৌহিদ ভাই বলেন, কোন পোস্ট আপনি করেন নি, অথচ আপনার ফেইসবুকে তা পোস্ট হয়েছে এমন হলে বুঝবেন যে আপনার একাউন্ট হাকিং হয়েছে। রেজা ভাই এই বিষয়ে তৌহিদ ভাইকে একটি সারকুলার আগামী সাতদিনের মধ্যে প্রদান করতে বলেন।

প্রশ্ন–৩ ঃ জাহেদা বেগম, উপজেলা সমন্বয়কারি– সিডস প্রোগ্রাম জানতে চান যে, পাসওয়ার্ড ভুলে গেলে কি করবো?

**জবাব–৩ঃ** উত্তরে তৌহিদ ভাই বলেন, প্রথমে আই ফরগট মাই পাসওয়ার্ড অপশনে যেতে হবে। এর পর আগেই যেই পাসওয়ার্ড মনে আছে তা প্রদান করতে হবে। এভাবেই পরবর্তিতে নির্দেশনা অনুসরণ করতে হবে।

নির্বাহী পরিচালক বলেন, পাসওয়ার্ড মনে রাখতে হলে নিজের কৌশল থাকতে হবে। এখন পাসওয়ার্ডের যুগ। পাসওয়ার্ড ভুলে গেলে চলবে না।

**প্রশ্ন–৪ঃ** দিদারুল ইসলাম, শাখা ব্যবস্থাপক, কুতুবদিয়া সদর, বলেন, ফেইসবুক ব্যবহারের উপর কোস্ট ট্রাস্ট কোন প্রশিক্ষণ প্রদান করবে কিনা?

**জবাব–৪ঃ** নির্বাহী পরিচালক জনাব রেজাউল করিম চৌধুরী বলেন, সবক্ষেত্রে প্রশিক্ষণের দরকার নেই। তাই নিজে নিজে ফেইসবুক ব্যবহার করা শিখতে হবে।

**প্রশ্ন–৫ঃ** আনোয়ার হোসেন , এলাকা ব্যবস্থাপক বলেন, অফিস টাইমে কোন পোস্ট করা জাবে কি না?

**জবাব–৫ঃ** নির্বাহী পরিচালক বলেন, জরুরি প্রয়োজনে এটা করতে পারব, যেমন– দুর্ঘটনা, রক্তের প্রয়োজনে।

**প্রশ্ন–৬ঃ** সজল কুমার শীল, শাখা ব্যবস্থাপক, মহেশখালী সদর বলেন, অসামাজিক বিষয় ফেইসবুকে পোস্ট করা হলে তার বিরুদ্ধে কি শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে?

**জবাব–৬ঃ** উত্তরে নির্বাহী পরিচালক বলেন সরাসরি ডিসমিস।

সম্মেলনের দ্বিতীয় অধিবেশনের দ্বিতীয় সেশন–সংস্থার যৌন হয়রানী প্রতিরোধ নীতিমালা নিয়ে উপস্থাপনা করেন সংস্থার সহকর্মী সকিদা বেগম,বিএ এবং মোহসেনা বেগম,বিএ। এরপর ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে কর্মীরা এই ব্যাপারে আলোচনা করেন এবং প্রশ্নোত্তর পর্বের মাধ্যমে ব্যবস্থাপনাকে নীতিমালা সম্পর্কে মতবিনিময় করেন।

প্রশ্ন–১ঃ মঈনুদ্দিন ,সিডিও, জানতে চান অশালীন পোশাকের কারণে যদি যৌন হয়রানী হয় তা থেকে পরিত্রাণের উপায় কি?

জবাব–১ঃ নির্বাহী পরিচালক বলেন, যার যার ইচ্ছা ও রুচি সম্মত পোশাক পড়বে। তবে সমাজ গ্রহনযোগ্য পোশাক পরিধান করতে হবে। আমাদের কাজের সুবিধা হয় এমন পোশাক পরবো। এই বিষয়ে সহকারি পরিচালক– মৌলিক কর্মসূচি বলেন, আমাদের নিজের চোখকে ও নিজকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।

প্রশ্ন–২: মহিউদ্দিন, সিডিও বলেন, কোন নারী সহকমী মাঠে যাওয়ার সময় যদি যৌন হয়রানির শিকার হয় তাহলে সংস্থা কি পদক্ষেপ নেবে?

উত্তরে নির্বাহী পরিচালক বলেন, সংস্থা প্রয়োজনে এ ব্যাপারে এককোটি টাকা ব্যয় করবে। নারী সহকমীর মানব মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করা হবে।

প্রশ্ন–৩: রেজাউল করিম, প্রোগ্রাম অফিসার– সিডস প্রোগ্রাম বলেন, কেউ যদি প্রতিহিংসার শিকার হয়ে অভিযুক্ত হয় তাহলে তার কি আপীল করার সুযোগ থাকবে?

উত্তরে নির্বাহী পরিচালক বলেন, ২০০০টাকার বিনিময়ে এ আপীল করা যাবে।

সজল কুমার শীল, শাখা ব্যবস্থাপক, মহেশখালী সদর জানতে চান– যৌন হয়রানি তদন্ত কমিটিতে কতজন পুরুষ এবং কতজন নারী হবে?

পরিচালক বলেন, কমিটির সকল সদস্যই নারী হবে এমন পরিকল্পনা আছে।

দ্বিতীয় অধিবেশনের তৃতীয় সেশন-২০১৭ সালে সংস্থার অঙ্গীকার নিয়ে আলোচনা করেন সৈয়দ আমিনুল হক,উপ-পরিচালক। তিনি বলেন আমরা সবাই কিছু না কিছু অঙ্গীকার করি। এটা ব্যক্তিগত জীবনে ও প্রাতিষ্ঠানিক জীবনে করে থাকি। আমাদের সংগঠনেরও কিছু অঙ্গীকার আছে। আমাদের অঙ্গীকারের সাফল্য নির্ভর করে সবার প্রচেষ্টার উপর। এটা নির্ভর করে কাজের পরিবেশ, সমাজের পরিবেশ, সংগঠনের আচরণ এসবের উপর। ২০১৭ সালের অংগীকারগুলি হলো- ক) কঠোরভাবে সৎ, খ) নৈতিকতাপূর্ণ আনুগত্য গ) আপোসহীনভাবে সুশৃংখলা ঘ) প্রশ্নাতীত সততা ও একতা এবং ঙ)ইতিবাচক মনোভাব।

কোস্ট ট্রাস্টর পরিচালক সনত কুমার ভৌমিক বলেন, একটা মানুষের প্রতি আস্থা না থাকলে তার প্রতি ইতিবাচক চিন্তা আসে না। কারণ একজনের কাজের ফলাফল পেতে কমপক্ষে ৬ মাস অপেক্ষা করতে হয়। এই সংস্থায় কোন কর্মীর প্রবেশনারি সময়কাল ৬ মাস রাখা হয়েছে। এর মধ্যে উক্ত কর্মীর মধ্যে তার চার টি পর্যায় আছে- 1.Forming, 2. Storming, 3. Norming, 4. Performing এর মধ্যেই ইতিবাচক মানসিকতার পরিচয় প্রকাশ পায়।

শাপলী দাস, সিডিও বলেন, তিনি আগে অন্য একটি প্রতিষ্ঠানে ৪ বছর কাজ করার পরও কোন কর্মী সম্মেলন পাননি। এজন্য তার কাছে খুবই ভালো লেগেছে। তিনি কোস্ট ট্রাস্টকে ধন্যবাদ জানান।

আরেক জন সিডিও, সাইফুল ইসলাম বলেন, তিনিও এমন কর্মী সম্মেলন কখনো পাননি। এই সম্মেলন তার খুবই ভালো লেগেছে।

উখিয়ার শাখা ব্যবস্থাপক কোরবান আলী বলেন, কর্মী সম্মেলনে যোগদিতে পেরে তিনি খুবই খুশি। এতে সরাসরি সবার সাথে কথা বলার সুযোগ হয়। সবার সাথে মিলে মিশে কাজ করলে এতে শেখার অনেক সুযোগ থাকে।

কক্সবাজার অঞ্চলের প্রোগ্রাম সমন্বয়কারি মোঃ আলম বলেন, নিয়ম শৃংখলা মেনে চলার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ। ব্যবস্থাপনাকেও ধন্যবাদ।

সিডস প্রোগামের প্রোগ্রাম ম্যানেজার (ভারপ্রাপ্ত) জাহাঙ্গীর আলম বলেন, আমরা এই কর্মী সম্মেলন থেকে নতুন করে গতি পেয়েছি।

কক্সবাজার অঞ্চলের টিম লিডার ( ভারপ্রাপ্ত) মো: শফিউদ্দিন বলেন, আমাদের প্রত্যেকেই নিজের অবস্থার পরিবর্তন করতে হবে, উপরের দিকে, তাহলে নিজের এবং সংস্থার উন্নতি হবে ।

তারিক সাঈদ হারুন, সহকারি পরিচালক–মৌলিক কর্মসূচি বলেন, আমরা আস্তে আস্তে দক্ষ হয়েছি। তিনি বলেন, যারা একাজের সাথে জড়িত ছিলেন তাদের সকলকেই ধন্যবাদ জানাই।

মোস্তফা কালাম আকন্দ, সহকারি পরিচালক, মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা বলেন, আমরা সক্ষমতার মাত্রা ছাড়িয়ে গেছি। আমরা সংঘবদ্ধ হয়ে কাজ করেছি। তিনি আশা করেন, আগামী কর্মী সম্মেলনের দায়িত্ব থাকবে সকল এলাকা ব্যবস্থাপকের উপর।

জনাব সৈয়দ আমিনুল হক,উপ–পরিচালক বলেন, কর্মী সম্মেলন একটা আবেগের ব্যাপার। কারণ আমাদের সব সময় ফিল্ডে আসা সম্ভব হয় না। কিন্তু এখানে সবার সাথে দেখা হচ্ছে। এটা একটা মিলন মেলাও।

পরিচালক বলেন, আমাদের সবার বেতন যেহেতু বেড়েছে, তাই আমাদেরকে ভবিষ্যতের জন্য জমাতে হবে, ভবিষ্যৎ নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে।

সর্বশেষ নির্বাহী পরিচালক বলেন, যার বেতন কম সে তত বেশি জমানো বা সঞ্চয়ের চেষ্টা করবে। অপ্রয়োজনীয় কোন খরচ করা যাবে না। আমাদের কাজের ধারা পরিবর্তন হয়েছে। তিনি বলেন, আমরা এমন বেতন কাঠামো করেছি, যা দিয়ে কোন কর্মী ২০ বছর পরে একটি বাড়ির জায়গা ও বাড়ি করার জন্য যা অর্থ লাগবে তা জমা হবে।

সর্বশেষ নির্দিষ্ট ফরমেটে কোস্ট কর্মসূচি ও ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে ভাল মন্দ এবং ক্ষোভ সম্পর্কে লিখে কর্মীরা কোস্ট ব্যবস্থাপনার নিকট জমা দেন। আর আগুনের পরশমনি.....গানটির মধ্য দিয়ে কোস্ট ট্রাস্ট কক্সবাজার অঞ্চলের কর্মী সম্মেলন'১৭ সমাপ্তি ঘটে ।

প্রস্তুতকারীঃ

মোঃ শফিউদ্দিন

উর্ধ্বতন সমন্বয়কারী–মৎস্য উন্নয়ন

ও টিম লিডার (ভারপ্রাপ্ত)

কোস্ট কক্সবাজার ।